# প্রাক্-কথন

ছাত্রজীবনে আমি ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের'যোগাযোগ' উপন্যাসটি দ্বিতীয়বার পাঠ করি। দ্বিতীয় পাঠের সময়েই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ঘরেবাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসে দেখেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা-সংকটের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিকে আমার প্রধান কারণ বলে মনে হয় নি। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এক্ষেত্রে মুখ্য কারণ কী? মনোবিজ্ঞানসম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা আমার ছিলই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকার সুবাদে। এর পর আমি মনোবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে থাকি কিছু জেগে ওঠা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য। এই ভাবে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যার কারণও আমি মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে ভাবতে শুরু করি। দেখা যায়, দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য নষ্টের জন্য পুরুষ বা নারীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দায়ী যার সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। অর্থাৎ শুধু ব্যক্তিত্ব বা রুচিবোধের দ্বন্দ্ব নয়, ব্যক্তির অচেতন বা অবচেতনের কিছু মৌলিক প্রবণতা এ ধরণের দূরত্ব তৈরি করে। এই একটি ক্ষেত্রে আমার ছাত্র সুলভ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর পাবার পর আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে মীমাংসা তথা উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমার জিজ্ঞাসা আরও ব্যাপ্ত হয় এবং স্নাতকোত্তর পাশ করার পর, বিশেষতঃ শিক্ষকতার পেশায় বৃত হবার পর এই ব্যাপ্ত অনুসন্ধিৎসাকে আমি লালন করতে থাকি। আমার এই অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরার কাছে। তিনি আমার এই জিজ্ঞাসাকে বিদ্যায়তনিক কাঠামোর মধ্যে (academic frame work) বিন্যস্ত করে, পদ্ধতিগত ভাবে সাজিয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত অনুসন্ধানে তৎপর হবার জন্য উৎসাহ দেন।

এরপর আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডঃ বেরার তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজে অগ্রসর হই। গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা আমাকে নিয়মিত উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

তাঁর মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সুসম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। এই গবেষণা চালাতে গিয়ে আমি আমার সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকের কাছ থেকেই আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রয়োজনীয় গ্রন্থের জন্য আমি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এ.বি.এন.শীল কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এ.বি.এন.শীল কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার প্রভৃতি থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। ঐ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে, গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

স্থান ঃ- কোচবিহার

বিদ্যুৎকুমার দাস

তারিখ ঃ- ১৯-১১-২০১২